Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ শহীদুল্লাকে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভূঁইয়া ইকবাল
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.7
Pages	১৭৫-১৮৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

চিঠিপত্র

Check for updates

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পত্র

ভূমিকা ও পূর্বলেখ : ভূঁইয়া ইকবাল

পূর্বলেখ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র এখানে সংকলিত হল। এই পাঁচ পত্র ১৯১৮ ও ১৯৫০-এর মধ্যে লেখা। ১৯২০ এর একটি পত্র লন্ডন থেকে লেখা; বাকিগুলি কলকাতা থেকে। এসব পত্র থেকে উভয় পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম পত্র এখন থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে ১৯১৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরে লেখা। এই পত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীতিকুমারের একটি প্রবন্ধের শহীদুল্লাহ-কৃত সমালোচনা "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর" সম্পর্কে সুনীতিবাবুর প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়।

শহীদুল্লাহ্‌র সমালোচনাটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের আগেই সুনীতিবাবু পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা সমিতির সদস্য হিসাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পত্রে পত্রকার জানান যে, "আপনি আমার সামান্য প্রবন্ধ লইয়া যে গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।" এই পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, শহীদুল্লাহ্‌র সমালোচনায় যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপিত সে বিষয়ে সুনীতি বাবুর ভিন্নমত সম্বন্ধে বিশদভাবে আকেটি প্রবন্ধ প্রকাশ করবেন।

সুনীতি বাবুর 'লিপ্যন্তর' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌ তাঁর সমালোচনায় বলেছিলেন,

> "লিপ্যন্তর শব্দের অর্থ অন্য লিপি।... লিপি অপেক্ষা অক্ষর শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমি 'অক্ষরান্তীকরণ' শব্দ transliteration এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ-প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি অনুলিখন শব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী।"

শহীদুল্লাহ্‌র প্রস্তাবিত 'অনুলিখন' সম্পর্কে সুনীতিবাবু এই পত্রে লেখেন যে,

> "'অনুলিখন' শব্দটি অতি সুন্দর হইয়াছে – ইহার কাছে 'লিপ্যন্তর' বড়ই শ্রুতিকটু লাগিতেছে। রামেন্দ্রবাবু [ত্রিবেদী] আপনার উদ্ভাবিত এই শব্দটির বড়ই প্রশংসা করিতেছিলেন।... মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এমন সুন্দর শব্দটী – যাহার অভাব আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছিলাম – আপনি উপস্থাপিত করিলেন।"

এই সময়ে শহীদুল্লাহ্ বশিরহাটে উকিল। ইতোমধ্যে 'প্রতিভা', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' তার গবেষণা-প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়ে গেছে। আর সুনীতিবাবু তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সহকারী অধ্যাপক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ্ সুনীতিকুমারের দুই ক্লাস ওপরে পড়তেন। ১৯১১/১২ সালে, শহীদুল্লাহ্ যখন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন এক বইয়ের দোকানে সুনীতিবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ওই পরিচয়ের স্মৃতি উল্লেখ করে সুনীতিকুমার পরবর্তীকালে লেখেন :

> এই সময়ে তাঁহাকে ইউরোপ হইতে Comparative Philology-র কিছু বই আনাইতে হইয়াছিল সম্ভবতঃ ১৯১১ কি ১৯১২ সালে। যতদূর মনে হইতেছে, কলিকাতার কলেজ স্ট্রীটে S. K. Lahiri & Co-র দোকানের মারফৎ তিনি বিলাত হইতে এই সকল বই আনান এবং একদিন বিকালে S. K. Lahiri-র দোকানে তাঁহাকে আমি দেখি – তিনি এই বইগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। Comparative Philology-র সম্বন্ধে আমারও মনে প্রবল আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল – সহজেই সমানধর্মী বলিয়া ডক্টর [১৬ বছর পরে তিনি এই উপাধি অর্জন করবেন] মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া একটি বিশেষ শিক্ষিত ও মার্জিত মনের পরিচয় পাইলাম...।

সারস্বত সাধনায় শহীদুল্লাহ্র স্থান নির্দেশ করে সুনীতিকুমার মত প্রকাশ করে বলেন :

> শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে Humanities বা মানবিকী বিদ্যালয়, অর্থাৎ ভাষা সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাজনীতি ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিকতার সাধন এবং রস অর্থাৎ শাশ্বত সত্তার মধ্যে নিহিত যে আনন্দের অনুভূতি – এই সব বিষয়ে তিনি একজন সর্বন্ধর আচার্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন।
>
> ...আমি বরাবরই ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্থাৎ যুক্তিতর্কানুমোদিত বিচারশৈলী দেখিয়া, নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমাদের উভয়ের সাধারণ আলোচ্য বিদ্যা বাক্‌তত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন অনেক জিনিষ দিয়াছেন, ...তিনি যাহাই লেখেন তাহা অধিকারী পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত পাঠের যোগ্য।

গবেষণাক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্যের উল্লেখ করেছেন সুনীতিকুমার। সুনীতিকুমার ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে তাঁদের সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী'তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত সহাস্রাধিক

পদের মধ্যে মাত্র ২৪/২৫টি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবি) রচিত। সুনীতিকুমার লিখেছেন,

> শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমাদের এই মত সমালোচনা করিয়া তাঁহার রায় দেন — চব্বিশটি বা পঁচিশটি নয়, মাত্র গুটি ছয়-সাত প্রথম বা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে। আজকালকার সাহিত্যিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় এইরূপ সাবধানতা সুদুর্লভ।

শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন সুনীতিবাবু :

> "বহু বহু বার শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় এবং ঢাকায় গভীর ও অন্তরঙ্গ ভাবে নানা প্রসঙ্গে — ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি ইতিহাস 'তসওউফ্' বা সূফী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আলোচনা মানসিক রসায়নের কাজ করিয়াছে এবং ইহা আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য।"

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় উল্লিখিত প্রবন্ধে লিপ্যন্তর বিষয়ে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের যে সকল মতের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, শহীদুল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে বলেন, "আমি যেখানে সুনীতি বাবুর সহিত একমত হইতে পারি নাই, সেইগুলি মাত্র আলোচনা করিতেছি।" তাদের মতানৈক্যের তালিকা দীর্ঘ।

শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত : "বাঙ্গালায় অনুলিখিত আরবী পাঠকালে পাঠকের স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি আরবী পাঠ করিতেছেন, বাঙ্গালা নহে। যেখানে আরবীতে একটি মাত্র উচ্চারণ আছে, যাহা বাঙ্গালার কোন এক অক্ষরের অনুরূপ, সেখানে আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালার ঐ অক্ষর দিয়া প্রকাশ করিলে যথেষ্ট। ঐ বাঙ্গালা অক্ষরকে ফুটকি, কমা, নিম্নরেখ কিংবা ঊর্দ্ধ-রেখা প্রভৃতি দ্বারা কুটিল করা সমীচীন নহে।"

পাঠকের মনে পড়বে সুনীতিবাবু তাঁর লেখায় উচ্চারণের শতকরা একশো ভাগ শুদ্ধতার প্রয়াসে অসংখ্য হসন্ত, ঊর্ধ্বকমা, সেমিকোলন, হাইফেন, ফুটকি ব্যবহার করে তাঁর রচনাকে অস্বাভাবিক ভারাক্রান্ত করেছেন।

শহীদুল্লাহ্ তাঁর সমালোচনায় আরো উল্লেখ করেছেন যে,

> "তাশ্‌দীদ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু কিছু নির্দিষ্ট করেন নাই। তাশ্‌দীদ দ্বিত্বচিহ্ন। ...সুনীতি বাবু আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ বর্ণন করিতে উষ্ম বিবৃত প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সুনীতি বাবু সেই অর্থে ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করেন নাই। বিবৃত পঞ্চবিধ আভ্যন্তর প্রযত্নের অন্যবিধ। অ ভিন্ন স্বরসমূহের আভ্যন্তর প্রযত্ন বিবৃত। অ কারের আভ্যন্তর প্রযত্ন সংবৃত। কিন্তু সুনীতি বাবু ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিবৃত ও সংবৃত ভেদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে স্পর্শ বর্ণগুলির আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট, অন্তঃস্থ বর্ণগুলির ঈষৎ স্পৃষ্ট এবং উষ্ম বর্ণগুলির ঈষদ্বিবৃত। বর্ণের বাহ্য প্রযত্নের

বিবার ও সংবার স্থলে যদি সুনীতি বাবু বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে।

ব্যাকরণ অনুসারে অঘোষ বর্ণমাত্রই বিবার এবং ঘোষ বর্ণমাত্রই সংবার। কিন্তু সুনীতি বাবু ঘোষ ও অঘোষ উভয় শ্রেণীর বর্ণকে বিবৃত ও সংবৃত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সুনীতি বাবু বিবৃত সংবৃত অর্থে কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" (শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫)।

শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :

ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী — তাঁহাকে আমরা একজন যুগনায়ক "মুসলমান বাঙ্গালী" বলিয়া অভিবাদন করি। তিনি তাঁহার বাঙ্গালীত্বের মর্য্যাদা ভুলিয়া যান নাই।... তিনি একজন সংস্কার-পূত চিত্তের মানুষ এবং এইরূপ মানুষই Full Man বা "পূর্ণ মানব"...।

পত্রাবলি

পত্র - এক

Office of the Secretary
Council of Post-Graduate Teaching in Arts
Senate House
Calcutta, the 3rd Sept. 1918

সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হিসাবে আপনার 'আরবী ও ফারসী লিখন্তর–সমালোচনা' প্রবন্ধটি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। আপনি আমার সামান্য প্রবন্ধ লইয়া যে গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরিষৎ পত্রিকায় যত শীঘ্র সম্ভব আপনার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবে। আপনি আপনার সমালোচনা পরিষদের জন্য পাঠাইয়া বিশেষ হৃদ্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

আপনার সমালোচনায় আপনি যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার মত যেখানে আপনার মতের সহিত মিলে না সেই সম্বন্ধে বিশদ করিয়া লিখিয়া আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। 'উষ্ম' 'সংবৃত' প্রভৃতি শব্দ আমি যে সংজ্ঞায় ব্যবহার করিয়াছি, আরবীর ث ذ প্রভৃতির জন্য য় র কেন ব্যবহার করিতে চাই, এই সকল বিষয় যথাশক্তি

বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় এ বিষয়ে আরও আলোচনা হইয়া শেষে সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে একটী ঠিক হইলেই ভাল হয়।

বাঙ্গালা ছাপার সঙ্গে হিব্রু ছাপান বড় কঠিন ব্যাপার দাঁড়াইবে। এক বাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস ভিন্ন অন্য কোনও ছাপাখানায় হিব্রু টাইপ পাওয়া যায় না। বাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেসের charges বড় বেশী — পরিষদের পক্ষে বড়ই বেশী। যদি রোমান অক্ষরে হিব্রু কথাগুলি লেখা হয়, কোনও আপত্তি হইবে কি? আমাদের পরিষদের নিজস্ব কতকগুলি টাইপ আছে- যেমন š(=sh) – এগুলি কাজে আসিবে।

'অনুলিখন' শব্দটী অতি সুন্দর হইয়াছে — ইহার কাছে 'লিখন্তর' বড়ই শ্রুতিকটু লাগিতেছে। রামেন্দ্র বাবু আপনার উদ্ভাবিত এই শব্দটীর বড়ই প্রশংসা করিতেছিলেন। এই শব্দটী সাধারণ্যে গৃহীত হইবার কোনও আপত্তি হইবে না আশা করি। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এমন সুন্দর শব্দটী – যাহার অভাব আমরা বিশেষ অনুভব করিতেছিলাম — আপনি উপস্থাপিত করিলেন — আপনাকে আমি তজ্জন্য অভিনন্দন করিতেছি।

আমি এখন এম এ র কাগজ লইয়া ব্যস্ত – ২০শে সেপ্টেম্বারের পূর্ব্বে পরীক্ষার ব্যাপার শেষ করিতে পারিব না। একটু অবকাশ পাইলেই আপনার সমালোচনা-সম্পর্কে আমার 'নিবেদন' লিখিয়া ফেলিব। আপনার প্রবন্ধ ও আমার প্রবন্ধ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়।

আশা করি আপনি শারীরিক কুশলে আছেন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পত্র - দুই

32 Bedford Place
Russel Square
London WC. 1

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২০

সবিনয় নিবেদন,

শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। দোহাই, আমাকে 'মিষ্টার' করিয়া লিখিবেন না, আমি চিরকাল বাবু-ই থাকিতে চাই। কোনও রকমে দুটা বছর কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল – দেশের কোলে ফিরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিব।

আমি দাদার* পত্রে পড়িয়াছিলাম যে আপনি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উপর একটী প্রবন্ধ-পাঠ করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ প্রবন্ধ-পাঠ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আপনার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, যে পত্রিকায় বাহির হয় তাহার একখণ্ড (কিম্বা আপনার প্রাপ্য অতিরিক্ত সংখ্যা হইতে একখানি) আমাকে পাঠাইবেন নিশ্চয়ই। আপনার বক্তৃতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠদের মধ্যে কেহ চটেন নাই ত?

ইউনিভার্সিটীতে আপনার কাজ চলিতেছে কেমন? আপনি এখন অধ্যাপনাও করিতেছেন ত? দাদার পত্রে শুনিলাম শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন বাবু ইউনিভার্সিটীতে পুরাপুরি বহাল হইলেন — ইউনিভার্সিটীর পুথিখানা তাঁহার তত্ত্বাবধানে যাইবে। বাঢ়ম।

ব্রিটীশ মিউজিয়মের পুস্তক তালিকা দেখিয়াছি – বাঙলা পুথির সংগ্রহ অতি নগন্য – সবই আধুনিক।

(২)

যতদূর মনে আছে, ২০০ বছরের পূর্ব্বেকার পুথি একখানিও নাই। আমার বোধ হয়, কলিকাতার বাইরে বাঙলা পুথির ভাল সংগ্রহ অন্যত্র নাই। এটা আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও ভাষায় ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার পক্ষে সুখবর সন্দেহ নাই। দেশের নিধি দেশের বুকেই আছে।

আমি চুঙ্গীর দপ্তরে খবর লইব– গালা আর পাখীর পালখের আমদানী এখানে বারণ আছে কিনা। হপ্তাহ খানেকের মধ্যে খবর আনইতে পারিব আশা করি। এখানে Brangwin Clark & Co. Ltd. বলিয়া এক firm আছে– আপনার বন্ধু ইহাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে পারেন। এই firm এর দুইজন অংশীদার হইতেছেন বাঙালী– শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধকুমার। শরৎকুমার বাবু দেশে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপক ছিলেন, I.E.S.এ; ইনি জার্ম্মেনীর Charlottenburg বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা করেন। দেশের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া জার্ম্মেনীতে যান, সেখানে একটা মোটা মাইনের চাকরী যোগাড় করেন, সেখানে সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। লড়াই বাধিলে ইঁহাকে জার্ম্মানরা অন্তরীণ করে, লড়াই থামিতে খালাস হইয়া ইংলান্ডে আসিয়াছেন, এখানে ব্যবসা করিতেছেন। ইঁহার পুত্র-কন্যার শৈশব জার্ম্মেনীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল — জার্ম্মান ইহাদের মাতৃভাষার মত হইয়া গিয়াছে। যাহা হোক, আপনি আপনার বন্ধুকে ব্যবসায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ইঁহাদের সঙ্গে কহিতে বলিতে পারেন। আমি এসব বিষয়ের কিছু জানি না; তবে কাস্টমস্ আপিস হইতে খবর লইবার চেষ্টা করিব।

---

* অনাদিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (মৃ. ফেব্রু ১৯৩০)

(৩)

পরিষদের সংবাদ কি? আপনাদের সাহিত্য সমিতি চলিতেছে কেমন? আমি এখানে Phonetics, Comparative Philology আর Old English পড়িতেছি। বড়ই খাটুনি পড়িয়াছে, বিস্তর ক্লাস। লন্ডন ইউনিভার্সিটীর নিকট হইতে অনুমতি পাইয়াছি, প্রাকৃত ভাষাতত্ত্বের উপর থিসিস লিখিয়া D. Lit ডিগ্রীর জন্য পরীক্ষা দিতে পারিব। সেইটাই হইবে আসল কাজ। আপাততঃ চর্য্যাপদগুলিকে একটু বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। আর একটু প্রাকৃত আর অপভ্রংশ পড়িতেছি।

এখানে ভারতীয় ছাত্র বিস্তর আসিয়া গিয়াছে। এদেশের লোকেরা বাইরের কোনও কিছুর তোয়াক্কা রাখে না, কেয়ারও করে না। ভারতবাসীর জন্য কাহারও মাথাব্যথা নাই। এদেশের রীতিনীতি ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় না– ছাত্র সতীর্থদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, আর চোখ কান না বুজিয়া চলিয়া যাহা একটু আধটু এ জাতের অন্তজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি ভাল আছি। শীত নাই ই– সকলেই বলিতেছে এ শীতটা অতি অল্পের উপর দিয়া গেল। বরফ পড়িয়াছিল সেই নভেম্বরের মাঝে যা একটু যৎসামান্য।

আশাকরি আপনি কুশলে আছেন, ও যথানিয়মে কাজ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। আমার সেলাম (বা নমস্কার) জানিবেন। ইতি। ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার শর্ম্মণঃ।

পত্রের প্রাপ্তি সংবাদদানে বাধিত করিবেন।

পত্র - তিন

Suniti Kumar Chatterji
M.A (Calcutta), D.Lit (London)
Khaira Professor of Indian Linguistics & Phonetics
and Lecturer in English and Comparative Philology
Calcutta University and Fellow of the University
3, Sukias Row, Calcutta

Dec. 4, 1928

প্রিয়বরেষু,

শহীদুল্লাহ্ সাহেব, লাহোর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার প্রেরিত উপহার আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও

ধন্যবাদ জ্ঞাপন পুরঃসর আপনার এই মূল্যবান পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিতেছি। আমি এই পুস্তক আমূল মন দিয়া পাঠ করিব, এবং কোনও ইংরেজী পত্রে (যথা Modern Review তে) ইহার প্রশংসাময় পরিচয় দিব। অবশ্য যে সব স্থানে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী সে সব স্থলে আমার বক্তব্য আমি বলিবার চেষ্টা করিব। আপনার এই বই চর্য্যাপদ ও দোহাকোষের তথা অপভ্রংশ ও প্রাচীন-বাঙ্গালায় আলোচনায় এক অপরিহার্য। গ্রন্থ হইয়া রহিল।

আপনার নিকট একটু মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার আছে। আমি লাহোরে Linguistics in India বলিয়া সে অভিভাষণ পড়িয়াছিলাম (যাহার একখণ্ড আপনার নিকট পাঠাইতেছি) তাহাতে নিতান্ত অনবধানতা বশতঃ আপনার পুস্তকের উল্লেখ করা হয় নাই। পৃ. ২৩-২৪ এর মধ্যে আপনার পুস্তকের সগৌরব উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু আপনার বই হাতের কাছে না থাকায় আমার স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। যদি সম্ভব হয়, যখন পুস্তকাকারে Proceedings মুদ্রিত হইবে, তখন এই অনবধানতাজনিত অন্যায়কে আমি সংশোধন করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ আপনার নিকটে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আশা করি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিবেন।

আপনার বইয়ের প্রকাশক Maisonneuve এর নিকট হইতে আর এক খণ্ড বইও আসিয়াছে। এই খণ্ডের কি ব্যবস্থা করিব জানাইলে বাধিত হইব।

আপনার বইয়ের পরিচয় আমার অভিভাষণে না দেওয়ার ত্রুটীর জন্য সত্যই আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত।

আপনি আমার হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। ইতি।

ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পত্র - চার

Council of Post-Graduate Teaching in Arts and Science
Asutosh Building,
Calcutta
19.6.1938

প্রিয়বরেষু,

শহীদুল্লাহ্ সাহেব, নমস্কার জানবেন।

এই ছুটির শেষেই বিলাত যাইবার একটা সুযোগ জুটিয়া গেল – বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমাকে ইউরোপের তিনটী আন্তর্জাতিক সম্মিলনে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতেছেন

(Third Internatonal Conference of Phonetics, Ghent, July 1938; Second International Conf. of Anthropology, Copenhagen, August 1938; Twentieth International Conference of Orientalist, September), রাহাখরচ বাবত ১০০০, মঞ্জুর করিয়াছেন। আগামী ২৬শে জুন, আসছে রবিবার, বোম্বাই যাত্রা করিব। ফিরিব, অক্টোবর মাসে। আপনার তরফ হইতে Bon Voyage লইতেছি – ধন্যবাদ। এবার ঢাকার এম-এ পরীক্ষায় যোগদান করিতে পারিলাম না,– আপনাদের রেজিস্ট্রার সাহেবকেও জানাইয়া দিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যথানিয়ম ও যথোচিত অন্য ব্যবস্থা করিবেন।

আশা করি আগামী বৎসর ঢাকায় যথাবৎ যাইবার ব্যত্যয় হইবে না।

সুশীল বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। ডাঃ এনামুল হক ঢাকায় গেলেন কি?

অধ্যাপক ব্লককে আপনার সেলাম নমস্কার Sentiments tries distinguis et devonds দিব। তাঁর কাছ থেকে কয় সপ্তাহ হইল একখানা পত্র পাই, তাহাতে আপনার কুশল এবং অভ্যুদয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ছিল।

উপস্থিত বিদায়। বেরূনী সফরের কামিয়াবীর জন্য দেওয়া করিবে। রুশদেশে যাইবারও বাসনা আছে।

ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পত্র- পাঁচ

Asutosh Building,
Calcutta
4.9.1940

প্রিয়বরেষু,

শহীদুল্লাহ্ সাহেব, আশাকরি সমস্ত কুশল। আপনার "দীন-শিক্ষা" পুস্তকখানির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি, কারণ উহাতে কোরানের আয়েতগুলি ছাড়া ইসলাম ধর্মের fundamentals নিশ্চয়ই চমৎকারভাবে আপনি দিয়াছেন। আর আমাদের Islamic Studies-এর Courses of Studies-এর মধ্যে Islamic Influence on the

Languages of India বিষয়ে আপনার suggestions-গুলি লিখিয়া পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব।

পরীক্ষার দক্ষিণা ও পাথেয় একটু তাড়াতাড়ি পাঠাইতে যদি পারেন, বড় ভাল হয়।

এবারকার P.R.S thesis যেটী আপনি reject করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া দেখিবেন, দুই বৎসর আগে (যে বৎসর Arts subjects ছিল) আপনি ও আমি joint examiners ছিলাম, আপনি পৃথক report ঢাকা হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে thesis-টীর সমর্থন ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় ছাত্রটী এবারও বঞ্চিত হইতে চলিল। অবশ্য সে Griffiths' Prize পাইয়াছে — আপনাদেরই প্রসাদে। পত্রোত্তর দানে সুখী করিবেন। প্রীতি নমস্কার জানিবেন। ইতি।

ভবদীয়

শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোরানের অনুবাদ রোজ না একটু একটু করিয়া সম্পূর্ণ করুন – জিনিসটী চমৎকার হইবে– আরবী ও বাঙ্গালার প্রকৃতি বুঝিয়া আর কে বাঙ্গালা দেশে এ কাজে হাত দিতে পারে?

আমার ব্যাকরণ কেমন লাগিল?

শ্রী সুনীতি

Council of Post-graduate Teaching in Arts and Science
Ashutosh Building
Calcutta
3 July 1941

Dear Dr. Shahidullah,

Thanks very much for your letter of yesterday enclosing the bill form. This I sign and send back with the present letter. I shall be much obliged if you can kindly expedite the preparation and despatch of this small cheque and if that for my travelling (by doing a little taqāzā at the office!).

I feel very depressed to read about Dacca in the papers. The trouble started it appears from the day I left – if it had begun a day or two earlier it would have been exceedingly difficult for me to over-ride the anxiety and fear of my people and come to Dacca. I only hope and pray that the present desprerate situation be eased soon, and common sense and sense of civic responsibility as well as elementary ideas of humanity will come into play once again and lift up our country from the stage of savagery into which it has descended.

Overleaf I am giving you some names and I think it will be worth while writing to them for papers.

1. Prof. L. V. Ramswami Ayyar M. A., B. T. Maharaja's College, Ernakulam, Cochin State, Malabar, South India.

   (The above gentleman can be written to for fall information about Dravidian and the restoration [...] also nos. 2 and 10.
2. Prof. Narasinghayya M. A., Ph.D. (London), University of Mysore.
3. The Head of the Department of Phonetics, Mysore University.
4. Dr. Baburam Saksena, M. A., Ph.D. Department of Skt. and Hindi, Allahabad University.
5. Prof. Kshetra Chandra Chattopadhyya, M. A., Department of Skt., Allahabad University.
6. Dr. Siddheswar Varma, M. A., D. Litt. (London) Prof. of Skt. Prince of Wales College, Jammu, Kashmir.
7. Dr. Suryakanta M. A. Ph. D. (London) Prof. of Skt. Govt. Oriental College, Lahore.
8. Dr. S. M. Katre, M. A. Ph.D. (London) Prof. of Indo-European Linguistics, Deccan College, Poona.
9. Dr. I. J. S. Taraporewala, M. A. Ph.D. (War z Bang) Principal, Deccan College, Poona.
10. Dr. C. Sankaran, Prof. of Dravidian Studies, Deccan College, Poona.
11. Dr. Maniklal Patel, M. A., Ph.D. Bharatiya Vidyapith, Andheri, Bombay.

I shall try to get ready something for your selection as for *Dravidic*. I have not looked into the question in detail — but I agree with Grierson in looking upon it as a third branch of Aryan or Indo-Aryan and not as a mere branch of Indo-Aryan, As Turner, Jules Bloch and Morgenstierne all do. Are you going to write something on Dardic in your address (or as a separate paper)?

For Dravidian, you will get full references from Ramswami Ayyar, Narasinghayya and Saksena. I mentioned to you at Dacca the articales on Dravidian Historical Phonology by K. V. Subbayya in the Indian Antiquary of 1909.

For the Kol (Munda) branch of Austric, nothing has been done so far; For Indonesian you can not miss Brandstetter's *Introduction to Indonesian Linguistics*, translated by Blagden and published from the R A S of Great Britain and Ireland. (You will see the name of the book in the Journal of the Society in one of its advertisement pages). For Tibeto-Burman, there is an important work by Wolfenden, also published by the R A S of Great Britain and Ireland. This is all that will be useful for your purposes of as certaining the "Ur" forms of the above speeches.

The Philology of these non-Aryan speech groups is still in infancy. A good comparative grammar of the Dravidian speeches on uptodate lines is a desideratum still. As I am not any way a special student of these, I am not competent to give you more helpful indications. If it had not been for this cursed war, it would have been easier to get more information from scholars in France and Germany, not to speak of England.

Trusting this will find you in good health and hoping to meet you again for the M. A. examination.

I remain,
Yours very sincerely

Sunitikumar Chatterjee